কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভা ০৫ নভেম্বর ২০১২ সকাল ১০.৩০টায় নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ড. ওয়ায়েস কবীর এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ কে অনুরোধ জানালে তিনি আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৬৯ তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সেপ্টেম্বর ৬, ২০১২ তারিখের ১৩৯৫ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধণী না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তা পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৬৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

গত আগষ্ট ১, ২০১২ তারিখ কারিগরি কমিটির ৬৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ।

বর্তমানে দেশে পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে বেশ কটি Tissue culture lab. এর মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট lab. এ কোন শ্রেণির বীজ উৎপাদন করা হবে সে বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। এ ছাড়া বিদেশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বীজ আলু আমদানী করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের বীজ আলুর শ্রেণির সাথে আমাদের দেশের বীজ আলুর শ্রেণির মিল নেই। উক্ত রপ্তানীকারক দেশের বীজ আলুর শ্রেণির অনুরূপ (corresponding) আমাদের দেশে কোন শ্রেণির বীজ হবে তাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, BARI উল্লেখ করেন যে, বেশির ভাগ Tissue culture lab. এর মাধ্যমে মৌলিক নীতিমালা বা পদ্ধতি অনুসরণ না করে শুধুমাত্র বীজ আলু বর্ধন (Multiplication) করা হচ্ছে। কোন কোন Lab এ Cleaning সঠিকভাবে হয় না,এমন কি ELISA test ও করা হয় না। এভাবে উৎপাদিত বীজ আলু মৌল বীজ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। মৌল বীজ উৎপাদন শুধুমাত্র জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে প্রফেসর ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবিসহ বিনা, বশেমুরকৃবি এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিবৃন্দও একমত পোষণ করেন। ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, বিদ্যমান অবস্থায় Tissue culture এর মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ মৌল বা ভিত্তি বীজ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তবে মানসম্পন্ন বীজ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিষয়টি বর্তমান বীজ আইনের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক(বীজ), বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে Tissue culture এর মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে, তবে এ পদ্ধতির মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না তা দেখা প্রয়োজন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, একটি কমিটির মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি সুপারিশমালা তৈরি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: ক). বিদ্যমান বীজ আইন অনুযায়ী NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যাতিরেকে আলুর মৌল বীজ উৎপাদন করা যাবে না। কোন শ্রেণির বীজ থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদন করা হবে তা আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

খ). আমদানীকৃত বীজের শ্রেণির সাথে দেশের বীজের শ্রেণির সমন্বয় এবং টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের শ্রেণি সুস্পষ্টিকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপকমিটি গঠন করা হল।

বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ উপকমিটি:

১	জনাব ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি	সভাপতি
২	জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	সদস্য
৩	জনাব ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি	সদস্য
৪	জনাব বিমল চন্দ্র কুন্ডু, উধর্ষ্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, BARI, গাজীপুর	সদস্য
৫	জনাব সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৬	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিঃ	সদস্য
৭	জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	সদস্য সচিব

উপকমিটি এ বিষয়ে একটি সুপারিশমালা আগামী ১ মাসের মধ্যে তৈরী করে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

বাস্তবায়ন: বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ উপকমিটির সদস্য সচিব।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ দেশে উৎপাদিত এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন।

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি অনুযায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত কোম্পানী উক্ত জাতের হাইব্রিড বীজ আমদানীর পাশাপাশি দেশেও এফ-১ বীজ উৎপাদন করে বাজার জাত করছে। বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যায়িত মানের হাইব্রিড বীজ আমদানীর বিধান আছে। কিন্তু দেশে উৎপাদিত হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়ন এখনও শুরু করা হয়নি। বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী দেশে উৎপাদিত হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করে আসছে, কিন্তু প্রত্যয়ন করছে না। উল্লেখ্য, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভায় হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়নের নিমিত্তে মাঠমান ও বীজমান অনুমোদন করা আছে। দেশে মানসম্পন্ন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন এবং বীজমান যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্য প্রত্যয়ন আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বর্তমান জনবল দিয়ে সামর্থ হলে এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়নের আওতাভূক্ত করতে পারে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে অত্র এজেন্সীর জনবল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্তমান জনবল প্রশিক্ষণ দিয়ে এফ-১ হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়ন শুরু করা প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় জানান যে, মানসম্পন্ন এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনে বীজ প্রত্যয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান জনবল দিয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম শুরু করবে।

বাস্তবায়ন: এসসিএ।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

কারিগরি কমিটির ৬৭তম সভায় গঠিত উপকমিটি কর্তৃক প্রণয়নকৃত 'হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ (সংশোধন) পদ্ধতি'টি কারিগরি কমিটির ৬৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড জানান যে, হাইব্রিড জাতের DNA finger print সংক্রান্ত তথ্য না থাকায় বিদেশ থেকে একই জাতের হাইব্রিড ধান বীজ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কোম্পানী বাংলাদেশে আমদানি করছে। এ ছাড়া কোন কোন জাত অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের জন্য অনুমোদন পেলেও দেশব্যাপী চাষাবাদ হচ্ছে। অতঃপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর হাইব্রিড ধানের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনাপূর্বক সংশিষ্ট জাতের DNA finger print, রোগবালাই, পোকা-মাকড়ের প্রবণতা, উৎপাদন মৌসুম, অঞ্চল, ফলন, চেকজাত, জীবনকাল প্রভৃতি বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রণীত 'হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি' অধিকতর সংশোধন করে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক 'হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি' অধিকতর সংশোধনপূর্বক আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন ঃ এতদ বিষয়ে কারিগরি কমিটির ৬৭তম সভায় গঠিত উপ কমিটির আহবায়ক।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-৬ (ক) প্রত্যয়ন ট্যাগের উন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বিভিন্ন ফসলের মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ প্রত্যয়ন করে অনুমোদিতমানের বীজের প্যাকেটে ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্ত করে প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা হয়। উল্লেখ্য প্রত্যয়ন ট্যাগ বিজি প্রেস থেকে মূদ্রণ করা হয়। বর্তমান ব্যবহৃত ট্যাগে কোন ক্রমিক নম্বর উল্লেখ থাকেনা এবং ট্যাগের কাগজ মানসম্পন্ন না হওয়ায় পরিবহনের সময় প্রায়ই ছিঁড়ে যায় বা নষ্ট হয় ফলে নকল করাও খুবই সহজ। ট্যাগবিহীন উক্ত প্যাকেটজাত প্রত্যায়িত বীজ বিক্রি করা কষ্ট সাধ্য হয় এবং জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবহনের

সময় উক্ত ট্যাগ যাতে ছিঁড়ে না যায় সে জন্য উন্নত কাগজে, ক্রমিক নম্বরসহ প্রত্যয়ন ট্যাগ মুদ্রণ এবং ট্যাগের একপাশ লেমেনেটিং করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের ট্যাগের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। জনস্বার্থে Security printing press এর মাধ্যমে ট্যাগের নিরাপত্তা, উন্নতমান ও যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রত্যয়ন ট্যাগ ও বীজ প্যাকেট নকল করার বিষয়টি উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রত্যয়ন ট্যাগের মান উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করা দরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রত্যয়ন ট্যাগ নকল রোধে এর মান উন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ উইং ও এসসিএ।

(খ) কৃষকের মাঠে ধানের মৌল বীজ উৎপাদন করার অনুমতি।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ থেকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ এর ব্যাপক চাহিদা থাকায় কৃষকের মাঠে মৌল বীজ উৎপাদন করতে ইচ্ছুক এবং উক্ত বীজ প্রত্যয়নে সহযোগীতা প্রদানের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে জনাব মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া, প্রধান মাঠ নিয়ন্ত্রণ অফিসার, এসসিএ, উল্লেখ করেন যে,২০১২-১৩ মৌসুমে যশোর অঞ্চলে ব্রি'র মাধ্যমে কৃষকের মাঠে মৌল বীজ উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তাতে কোন সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, মৌল বীজ উৎপাদন শুধু তদারকি করলেই হবে না, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বিভিন্ন Parameter গুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষন এবং সংরক্ষিত এলাকায় মৌল বীজ উৎপাদন করা দরকার। কৃষকের মাঠে মৌল বীজ উৎপাদন করা হলে সঠিকভাবে তদারকি ও পরিচর্যা করা সম্ভব হবে না। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি এবং অন্যান্য প্রতিনিধি ও সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে একমত পোষন করেন। বিস্তারিত আলোচনা হতে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কৃষকের মাঠে মান সম্পন্ন মৌল বীজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা ও পালনীয় বিষয়গুলো সঠিকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না বিধায় কৃষকের মাঠে মৌল বীজ উৎপাদন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা নাই।

বাস্তবায়নঃ এসসিএ।

(গ) স্থানীয় জাতের ধান ও আলু বীজ বাজারজাতকরণ এবং নন-নোটিফাইড ফসল হিসেবে নিবন্ধীকরণ।

এসিআই লিঃ এর এক আবেদনে জানানো হয় যে, স্থানীয় জাতের বীজ আলু উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিধায় উক্ত জাত নন-নোটিফাইড ফসল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসিআই লিঃ স্থানীয় জাতের বীজ আলু উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ইচ্ছুক বলেও পত্রে উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সম্মানীত সদস্যদের মতামতের আহক্ষান জানালে জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই উল্লেখ করেন যে, বর্তমান বীজ আইন অনুযায়ী নোটিফাইড ফসলের কোন জাত নন-নোটিফাইড হিসেবে ঘোষণার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান বীজ আইন অনুযায়ী নোটিফাইড ফসলের কোন জাত নন-নোটিফাইড হিসেবে ঘোষণার সুযোগ নেই। নোটিফাইড ফসলের স্থানীয় জাতগুলি সংশ্লিষ্ট NARS প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তালিকাভূক্তির পর জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমতিক্রমে বীজ বাজারজাতকরণ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

বাস্তবায়নঃ নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠান ও এনএসবি।

(ঘ) প্রাইভেট সেক্টর হতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনকে প্রতিনিধি হিসেবে অর্ন্তভুক্তকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভায় Private sector থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন কৃষি সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বর্তমানে বেসরকারী পর্যায় থেকে জনাব আনোয়ারুল হক, সহ-সভাপতি, সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে আছেন। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেসরকারী পর্যায়ে Private sector থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বেসরকারী সেক্টর থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এ বিষয়ে একজন প্রতিনিধির নাম প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশকে পত্র দেয়া হবে।

বাস্তবায়নঃ সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি।

(ঙ) কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যগণের সম্মানী ভাতা।

বর্তমানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি সরকারী মাঠ মূল্যায়ন দল রয়েছে। মাঠ মূল্যায়ন দল, মাঠ পর্যায়ে কোন প্রার্থীত জাতের বিশেষজ্ঞ হিসেবে মাঠ কার্যকারিতা/উপযোগিতা যাচাই করে এবং উক্ত প্রার্থীত জাত ছাড়করণের বিষয়ে মতামত দিয়ে থাকে। সভাপতি মহোদয় মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান। এ বিষয়ে সদস্য-পরিচালক (শস্য) বিএআরসি মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যদের কোন খাত থেকে ভাতা প্রদান করা হবে জানতে চান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এসসিএ এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে বাজেট বরাদ্দ চাইতে পারে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন কাজটি অত্যন্ত কষ্টকর এবং বিশেষায়িত ধরণের। মূল্যায়ন দলের সদস্যদের প্রতিকুল পরিবেশে কাজ করতে হয়। ভাতা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যদের ভাতা প্রদানের জন্য এসসিএ সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পদক্ষেপ নিবে।

বাস্তবায়নঃ এসসিএ।

(চ) বীজ প্রত্যয়নের আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ ঃ

বীজ বিধিমালা ১৯৯৮ এর বিধি ১০ এর ফরম ৩ মোতাবেক বীজ প্রত্যয়নের আবেদনপত্র দাখিল করার এবং ফসলের বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৪ (চার) বার বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী সরবাহের বিধান রয়েছে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানান যে, বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রেরণের সময়সীমা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক নির্ধারণ করা আছে। তা যথাযথ অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্টগন কে আহ্বান জানান। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত আহ্বান করেন। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি উক্ত বক্তব্যে সাথে একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ প্রত্যয়নের আবেদনপত্র ও অন্যান্য তথ্যবলী দাখিলের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট সকলে মেনে চলবে।

বাস্তবায়নঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫